২০-০৬-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- সত্য বাবা তোমাদের সব সত্য কথা শোনান, এমন সত্য বাবার সাথে সবসময় সততা বজায় রাখতে হবে, ভিতরে কোনো মিথ্যা বা কপটতা রাখা চলবে না ।

প্রশ্ন :- সঙ্গম যুগে তোমরা বাচ্চারা কোন্ পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্যকে খুব ভালোভাবে জানো ?

উত্তর :- ব্রাহ্মণ কি করে থাকেন আর শূদ্ররা কি করে, জ্ঞান মার্গ কি আর ভক্তি মার্গই বা কি, পার্থিব সেনাদের জন্য যুদ্ধের ময়দান কোথায় আর আমাদের যুদ্ধের ময়দানই বা কোথায় - এইসব পার্থক্য তোমরা বাচ্চারা জানো । সত্যযুগ বা কলিযুগে এই পার্থক্য কেউ জানে না ।

গীত :- মাতা ও মাতা.....

ওম্ শান্তি । এ হল ভারত মাতাদের মহিমা । যেমন পরমপিতা পরমাত্মা শিবের মহিমা আছে । একমাত্র মায়ের মহিমা তো হতে পারে না । একা তো কিছুই করা যাবে না । অবশ্যই সেনা চাই । সেনা ছাড়া কিভাবে কাজ হবে । শিব বাবা হলেন এক । ওই একজন না থাকলে মায়েরাও থাকতো না । না বাচ্চারা থাকতো আর না ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা । বেশীরভাগই মায়েদের ভূমিকা তাই মাতাদেরই মহিমা গাওয়া হয় । ভারতের মায়েরা হলো শিবশক্তি গুপ্ত সেনা আর অহিংসক । তারা কোনো প্রকারের হিংসাই করেন না । হিংসা দু প্রকারের হয় । এক হলো কামের ছুরি চালানো, দ্বিতীয় গুলি চালানো, ক্রোধ করা,কাউকে মারা ইত্যাদি । এই সময় পার্থিব সে সব সেনারা আছে, তারা দু ধরনের হিংসা করে থাকে । আজকাল বন্দুক ইত্যাদি চালানো মায়েদেরও শেখানো হয় । সে হলো পার্থিব সেনাদের মাতারা আর এ হলো রুহানী সেনাদের দৈবী সম্প্রদায়ের মাতারা । তারা কত ড্রিল ইত্যাদি শিখে থাকে । তোমরা হয়তো কখনো সেই ময়দানে যাও নি । তারা অনেক পরিশ্রম করে । কাম বিকারেও যায়, যারা বিয়ে করে না তারা অনেক মুশকিলেও পড়ে । সেই মিলিটারিদের থেকেও তারা অনেক কিছু শেখে । ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরও তারা শেখায় । তারাও সেনা আর এরাও সেনা । সেনার বিস্তার তো গীতাতে খুব ভালোভাবে লেখা আছে । কিন্তু প্রাকটিক্যালে কি তা তোমরা জানো যে আমরা কতখানি গুপ্ত । শিব শক্তি সেনারা কি করে ? কিভাবে তারা বিশ্বের মালিক হয় ? একে বলা হয় যুদ্ধস্থল । তোমাদের যুদ্ধের ময়দানও গুপ্ত । এই অবস্থাকেই যুদ্ধের ময়দান বলা হয় । আগে মায়েরা এই যুদ্ধের ময়দানে যেত না । এখানেই সবকিছুর তুলনা করা হয় । দুই সেনার মধ্যেই মায়েরা আছে । তারমধ্যে বেশী পুরুষ না কি বেশী মায়েরা ? পার্থক্য তো আছেই । জ্ঞান মার্গ আর ভক্তি মার্গের । এ হলো শেষ পার্থক্য । সত্যযুগে এই পার্থক্য হয় না । বাবা এসেই এই পার্থক্য বুঝিয়ে বলেন । ব্রাহ্মণ কি করে আর শূদ্র কি করে ? এরা দুজনেই এই যুদ্ধের ময়দানে আছে । এ সত্যযুগ বা কলিযুগের কথা নয় । এ হলো সঙ্গম যুগের কথা । তোমরা পাণ্ডবরা হলে সঙ্গম যুগের । আর কৌরবরা হলো কলিযুগের । দুনিয়ার মানুষ এই কলিযুগের সময় অনেক বড় দেখিয়ে দিয়েছে । এই কারণেই তারা সঙ্গম যুগ সম্বন্ধে কিছুই জানে না । ধীরে ধীরে তারা তোমাদের দ্বারাই এই জ্ঞান বুঝতে পারবে । তাই একমাত্র মায়েরই মহিমা থাকে না । এ হলো শক্তি সেনা । উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন ভগবান আর তোমরা হলে আগের কল্পের সেই সেনা । এই ভারতকে দৈব রাজস্থান বানানো, এ তোমাদেরই কাজ ।

তোমরা জানো যে তোমরা প্রথমে সূর্যবংশী ছিলে, তারপর চন্দ্রবংশী আর বৈশ্যবংশী হয়েছো । কিন্তু মহিমা সূর্যবংশীর করবে । আমরা এমনই পুরুষার্থ করছি যে আমরাই প্রথমে সূর্যবংশী অর্থাত্ স্বর্গে আসবো । সত্যযুগকেই স্বর্গ বলা হয় । বাস্তবে ত্রেতাকে কিন্তু স্বর্গ বলা হয় না । মানুষ বলেও যে অমুকে স্বর্গে গেছেন । এমন তো বলে না যে অমুকে ত্রেতায় রাম – সীতার রাজ্যে গেছে । ভারতবাসী জানে যে বৈকুন্ঠে শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য ছিলো । কিন্তু মানুষ কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে । মানুষ সত্য যুগের কথা জানেই না । সত্যকথা বলার মতো সদ্গুরু তারা পায়ই নি, যাকে তোমরা পেয়েছো । তিনি সবই সত্যি কথা বলেন । তিনি বাচ্চাদের বলেন বাচ্চারা, তোমরা কখনো মিথ্যা বা কপটতার আশ্রয় নিও না । তোমরা কিছুই লুকোতে পারবে না, যে যেমন কর্ম করবে তেমনই ফল পেয়ে থাকে । বাবা ভালো কাজ করা সেখান । ঈশ্বরের কাছে কারোর বিকর্মই গোপন থাকে না । কর্মযোগও খুবই কড়া । যদিও তোমাদের এটা অন্তিম জন্ম তবুও সাজা তো ভোগ করতেই হবে কেননা অনেক জন্মের হিসেব নিকেশ শোধ করতে হবে । বাবা বুঝিয়েছেন, কাশী কলবট (কাশীতে কুয়ায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করা) যখন খায়, যতক্ষণ না প্রাণ বেরোয়, ততক্ষণ ভুগতে তো হয়ই । খুব কষ্ট সহ্য করতে হয় । এক হলো কর্মযোগ, রোগভোগ আর দ্বিতীয় হলো বিকর্মের সাজা । সেই সময় কিছুই বলতে পারে না শুধুই চিত্কার করে । ত্রাহি – ত্রাহি করতে থাকে । পাপ আত্মাদের এখানেও সাজা আর ওখানেও সাজা ভোগ করতে হয় । সত্য যুগে কোনো পাপ হয় না । না কোর্ট না ম্যাজিস্ট্রেট আর না গর্ভ জেলের সাজা থাকে । ওখানে গর্ভ মহল হয় । দেখানোও হয়, অশ্বত্থ পাতায় শ্রীকৃষ্ণ আঙ্গুল চুষতে চুষতে আসছেন । সেখানে গর্ভ মহলের কথা । সত্যযুগে বাচ্চারা খুব সুন্দর ভাবে জন্ম নেয় । আদি – মধ্য এবং অন্ত সেখানে সুখই সুখ । আর এই দুনিয়ায় আদি – মধ্য এবং অন্ত দুঃখই দুঃখ । এখন তোমরা সেই সুখের দুনিয়াতে যাবার জন্য পড়ছ । এই গুপ্ত সেনা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকবে । যত যে অনেককে রাস্তা দেখাতে পারবে সে উঁচু পদ পাবে । এই স্মরণের পরিশ্রমই করতে হবে । বেহদের বর্সা বা সম্পত্তি যা পেয়েছিলে তা আবার হারিয়ে ফেলেছো । এখন আবারও নতুন করে পাচ্ছ । লৌকিক বাবা আর পারলৌকিক বাবা, দুজনকেই তোমরা স্মরণ করে থাকো । সত্যযুগে তোমরা এক লৌকিক বাবাকেই স্মরণ করবে, পারলৌকিককে স্মরণ করার প্রশ্নই নেই । সেখানে কেবল সুখই সুখ । এই জ্ঞানও ভারতবাসীদের জন্য, অন্য ধর্মের লোকেদের জন্য নয় । কিন্তু যারা অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে তারা ফিরেও আসবে । এসে যোগ শিখবে । যোগ বোঝানোর জন্য নিমন্ত্রণ পেলে তোমাদের তৈরী হওয়ার প্রয়োজন । তোমাদের বোঝাতে হবে যে, তোমরা কি ভারতের প্রাচীন যোগ ভুলে গেছো ? ভগবান বলেন, "মনমনাভব ।" পরমপিতা পরমাত্মা নিরাকারী বাচ্চাদের বলেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করলেই আমার কাছে আসতে পারবে । তোমরা আত্মাআর এই শরীরের দ্বারাই শুনে থাকো । আমি আত্মাও এই শরীরের আধার নিয়ে শুনে থাকি । আমি হলাম সকলের বাবা । আমার মহিমা হিসেবে সকলে বলে, সর্বশক্তিমান জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর ইত্যাদি – ইত্যাদি । এই বিষয়ও খুব সুন্দর । শিব পরমাত্মার মহিমা আর কৃষ্ণের মহিমা বলো । এখন বিচার করো যে গীতার ভগবান কে ? আর এ হলো জবরদস্ত বিষয় । এর উপরই তোমাদের বোঝাতে হবে । তোমরা বলো, আমরা বেশী সময় নেবো না । এক মিনিট দিলেও ঠিক আছে । ভগবান উবাচঃ "মনমনাভব," মামেকম্" স্মরণ করো, তাহলেই স্বর্গের বর্সা বা সম্পত্তি পেতে পারবে । এই কথা কে বলেছেন ? নিরাকার পরমাত্মা ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ সন্তানদের বলেছেন, এদের পাণ্ডব সেনাও বলা হয় । রুহানী যাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তোমরাই হলে পান্ডা । বাবা এমনভাবেই বলে থাকেন । তাকে কিভাবে রিফাইন করে বোঝাবে তা বাচ্চাদের খেয়াল করতে হবে । বাবাকে স্মরণ করলেই মুক্তি আর জীবন মুক্তির বর্সা পাবে । আমরা হলাম ব্রহ্মা কুমার আর কুমারী । বাস্তবে দুনিয়ার মানুষও তাই,

কিন্তু তারা বাবাকে চিনতে পারে নি । তোমরা বাচ্চারা পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা দেবতা হতে চলেছো । এই ভারতেই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো । ছোটো ছোটো বাচ্চারা যদি বড় আওয়াজ করে বড় সভায় বোঝায় তাহলে তার প্রভাব কতখানি পরবে । তারা বুঝবে এদের মধ্যে জ্ঞান আছে । এরা ভগবানের পথ দেখাচ্ছেন । নিরাকার পরমাত্মাই বলেন, হে আত্মারা, আমাকে স্মরণ করো, তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে । গঙ্গা স্নান, তীর্থ ইত্যাদি জন্ম জন্মান্তর ধরে করতে করতে তোমরা পতিত হয়ে গেছো । ভারতেরই চড়তি কলা আর উতরতি কলা অর্থাত্ নামার কলা হয় । বাবা রাজযোগ শিখিয়ে চড়তি কলা অর্থাত্ স্বর্গের মালিক বানান, আবার মায়া রাবণ যখন নরকের মালিক বানায় তখন তাকে উতরতি কলাই তো বলবে, তাই না ? জন্মে জন্মে অল্প অল্প করে উতরতি কলা অর্থাত্ নামার কলা হতে থাকে । জ্ঞান হলো চড়তি কলা । আর ভক্তি হলো উতরতি কলা । বলা হয় ভক্তির পরেই ভগবানকে পাওয়া যায় । তাহলে ভগবানই তো জ্ঞান দেবেন তাই না ? তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর । জ্ঞান অঞ্জন (চক্ষু) সদ্গুরু দিয়েছেন, অজ্ঞান অন্ধের বিনাশ করে । সদ্গুরু তো একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা । মহিমা তো এক সদ্গুরুরই হবে নাকি গুরুর ?গুরুরা তো অনেকেই আছেন । কিন্তু সদ্গুরু একজনই । তিনিই সদ্গতিদাতা, পতিত - পাবন এবং উদ্ধার কর্তা । এখন তোমরা বাচ্চারা ভগবান উবাচঃ শোনো । আমাকে স্মরণ করলে তোমরা আত্মারা শান্তিধামে চলে যাবে । ওটা হলো শান্তিধাম আর স্বর্গ হলো সুখধাম আর এ হলো দুঃখধাম । এই কথাটুকুও কি বুঝবে না ? বাবা এসেই এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বানান ।

তোমরা জানো যে বেহদের সুখদানকারী হলেন বেহদের বাবাই । আর বেহদের দুঃখ রাবণ দিয়ে থাকেন । এ হলো বড় শত্রু । এও কেউ জানে না যে রাবণ রাজ্যকে কেন পতিত রাজ্য বলা হয় । এখন বাবা সারা রহস্য আমাদের বুঝিয়ে বলেছেন । প্রত্যেকের মধ্যেই এই ৫ - ৫ বিকারের প্রবেশ আছে । এইজন্যই দশ মাথাওয়ালা রাবণ বানানো হয় । এই কথা বিদ্বান, পণ্ডিতরা জানে না । এখন বাবা বোঝাচ্ছেন রামরাজ্য কখন থেকে কখন পর্যন্ত চলে । এই বেহদের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি তিনিই বুঝিয়ে বলেন । রাবণ হলো এই ভারতের বেহদের শত্রু । তিনি কতই না দুর্গতি করেছেন । ভারতই স্বর্গ ছিল যা মানুষ এখন ভুলে গেছে ।

এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার শ্রীমত পাচ্ছো যে বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে স্মরণ করো । অল্ফ অর্থাত্ আল্লা আর বে অর্থাত্ তাঁর বাদশাহী । পরম পিতা পরমাত্মা স্বর্গের স্থাপনা করেন । রাবণ আবার নরকের স্থাপন করেন । তোমাদের তো স্বর্গ স্থাপনকারী বাবাকে স্মরণ করতে হবে । যদিও গৃহস্থ জীবনেও থাকো বা বিয়ে উপলক্ষেও কোথাও যাও কিন্তু যখনই সময় পাবে বাবাকে স্মরণ করবে । শরীর নির্বাহের কারণে কর্ম করলেও যাঁর সাথে তোমাদের সম্বন্ধ হয়েছে তাঁকে স্মরণ করতে হবে । যতক্ষণ না তাঁর ঘরে যাও,তোমরা সব কর্তব্য পালন করো, কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা কখনোই বাবাকে ভুলো না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সাজার হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজের সব হিসেব – নিকেশ শোধ করতে হবে । সত্য বাবার কাছে কিছুই লুকানো উচিত নয় । মিথ্যা আর কপটতার ত্যাগ করতে হবে । বাবার স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে ।

২) বাবা যেমন অপকারীদেরও উপকার করে থাকেন তেমনই সকলের উপকার করতে হবে । সবাইকে বাবার সত্য পরিচয় দিতে হবে ।

বরদান :- সাক্ষী হয়ে মায়ার এই খেলাকে মনোরঞ্জনের সাথে দেখে মাস্টার রচয়িতা হও ।

মায়া যতোই রং দেখাক আমি হলাম মায়াপতি, মায়া যদি রচনা হয়, আমি হলাম মাস্টার রচয়িতা – এই স্মৃতিতে মায়ার খেলা দেখো, কিন্তু এই খেলায় হেরে যেও না । সাক্ষী হয়ে মনোরঞ্জন মনে করে দেখতে থাকলে এক নম্বরে চলে আসতে পারবে । এমন মানুষের কাছে মায়ার কোনো সমস্যা, সমস্যাই মনে হয় না । কোনো প্রশ্ন থাকবে না । সদা সাক্ষী আর সদা বাবার সঙ্গের স্মৃতিতে বিজয়ী হয়ে যাবে ।

স্লোগান :- মনকে শীতল, বুদ্ধিকে দয়ালু আর মধুর বচন সম্পন্ন হও ।